ভোরের কাগজ

তারিখ 1 5 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

৮ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণ

অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা মামলায় ৩ অধ্যাপকসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

চট্টগ্রাম অফিস : দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহুল আলোচিত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ৩ অধ্যাপকসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক মোঃ হাসান ইমামের আদালতে বিচারাধীন এই মামলার চার্জ গঠন করা হয়। আদালত অভিযুক্ত তিন অধ্যাপককে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন নাকচ করে দিয়ে আগামী ৮ জানুয়ারি বুধবার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেছে। এছাড়া এই মামলার পলাতক আসামির বিরুদ্ধে দ্রুত সমন ইস্যুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল চার্জ গঠনের দিনে পুলিশ

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা মামলায়

● প্রথম পাতার পর

আদালতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল।

প্রসঙ্গত, জামাত-শিবির ও বিএনপির আশ্রিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বিগত ২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর সাতসকালে নগরীর জামালখান এলাকার বাসায় ঢুকে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে খুন করে। এই ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী উমা মুহুরী বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ঘটনার এক বছর পর অর্থাৎ গত বছরের ১৪ নভেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ৩ অধ্যাপকসহ ১২ জনকে অভিযুক্ত এবং ২৬ জনকে সাক্ষী রেখে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

চাঞ্চল্যকর এই মামলার চার্জ গঠন উপলক্ষে গতকাল নগরীর এনায়েত বাজার এলাকার লিবার্টি টাওয়ারে প্রতিষ্ঠিত বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আদালতসহ পুরো এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সকাল ১০টার দিকে মামলার আসামি জামিনে থাকা তিন অধ্যাপক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আদালতে উপস্থিত হলেও এই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা ৩৮ মামলার আসামি দুর্ধর্ষ জামাত-শিবির সন্ত্রাসী মোঃ নাসির ওরফে শিবির নাসির, কিলিং স্কোয়াডের সদস্য ছাত্রদল ক্যাডার তসলিম উদ্দিন ওরফে মন্টু, মোঃ আলমগীর ওরফে বাইট্যা আলমগীর, মোঃ সাইফুল ইসলাম ওরফে ছোট সাইফুলকে ব্যাপক পুলিশি পাহারায় আদালতে নিয়ে আসা হয়। শিবির নাসিরের ডাণ্ডা বেড়ি থাকলেও অন্যদের শুধু হাত কড়া পরানো ছিল।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ হাসান ইমামের আদালতে বিচারাধীন এই মামলার চার্জ গঠনের প্রথম পর্যায়ে আসামি পক্ষের আইনজীবী শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে অভিযুক্ত তিন অধ্যাপকের জামিনের আবেদন জানান। সরকার নিয়োজিত কৌসুলির মৃদু আপত্তির মুখে আদালত ৫০ হাজার টাকার মুচলেকায় অভিযুক্ত অধ্যাপক তোফাজ্জল আহমদ, অধ্যাপক মোঃ ইদ্রিস মিয়া চৌধুরী ও অধ্যাপক মোঃ জহুরুল হককে জামিন দেন। এছাড়া এই তিন অধ্যাপককে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানালে আদালত তা নাকচ করে দেয়।

এদিকে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ৩৮ মামলার আসামি এবং এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত মোঃ নাসির ওরফে শিবির নাসিরের নিয়োজিত আইনজীবী তাকে নির্দোষ দাবি করে মামলা থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন জানালে আদালত ওই আবেদনও নাকচ করে দেয়। দীর্ঘ প্রায় ১ ঘণ্টা উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামি অধ্যাপক তোফাজ্জল আহমদ, অধ্যাপক মোঃ ইদ্রিস মিয়া, অধ্যাপক মোঃ জহুরুল হক, মোঃ নাসির ওরফে শিবির নাসির, তসলিম উদ্দিন ওরফে মন্টু, মোঃ আলমগীর ওরফে বাইট্যা আলমগীর, সাইফুল ইসলাম ওরফে ছোট সাইফুল, হাবিব খান, মোঃ আজম, মোঃ নাসির ওরফে গিট্টু নাসির, মোঃ মহিউদ্দিন ওরফে মইবুদ্দিন ও নাজিরহাট কলেজের ক্যাশিয়ার মোঃ শাহজাহানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৩০২/১২০(বি)/৩৪ ধারায় চার্জগঠন করেন। এ সময় আদালতে উপস্থিত সাত আসামি নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায় বিচার দাবি করে।

অপরদিকে আদালত গতকাল মামলার চার্জ গঠনের পর আগামী ৮ জানুয়ারি বুধবার সাক্ষীর দিন ধার্য করেছে। এছাড়া এই মামলার পলাতক পাঁচ আসামি হাবিব খান, মোঃ আজম, মোঃ নাসির ওরফে গিট্টু নাসির, মোঃ মহিউদ্দিন ওরফে মইবুদ্দিন ও মোঃ শাহজাহানের বিরুদ্ধে দ্রুত সমন ইস্যুর নির্দেশ দেন। সরকার পক্ষে এই মামলায় নিয়োজিত কৌসুলি হলেন এড. কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ আসামি পক্ষে নিয়োজিত প্রধান কৌসুলি হলেন এবং আহসানুল হক হেনা।